আজকের কাগজ

তারিখ 30 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ৩৩ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষক সমিতি গত ১৬ নভেম্বর থেকে ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশাসন বৈঠক করেও সুরাহা করতে পারেনি। শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকরা মূলত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন জটিলতা, লাইব্রেরি সমস্যা, পরিচ্ছন্ন একাডেমিক ভবন, পরীক্ষা পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণ স্থানীয় ও শিল্পী কোটা, ভর্তি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি দূরীকরণের জন্যে ৩৩ দফা বৈধ দাবিতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। এদিকে শিক্ষক ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষকদেরকে বিভ্রান্তি করার জন্যে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় পরিবহন সংক্রান্ত একটি সামান্য ভুল বুঝাবুঝিতে সৃষ্ট ঘটনাকে ধর্মঘটের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছে। আর এই সুযোগে শিক্ষকদের ধর্মঘটকে অন্যদিকে মোড় নেয়ানোর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায়ের প্রতিবাদী ছাত্রনেতা ছাত্রলীগ (ম–ই) সেক্রেটারী আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আফসার আলী, ছাত্রমৈত্রী সাধারণ সম্পাদক সত্য বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাজানো ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়েছে। মূলত প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ যারা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদের আন্দোলনকে ধামাচাপা দেয়ার একটি নয়া উদ্যোগ। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কুষ্টিয়া থেকে শাহ্ আরিফ নিশির।